দামুড়হুদায় বোনের দেহ দাফন করতে এসে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বোনের লাশ দাফন করতে এসে মারা গেছেন বড় ভাই। বুধবার সকাল ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, ডুগডুগি গ্রামের নূরুর স্ত্রী শিরিনা খাতুন (৫০) ভোরে নিজ ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। ভোরে তার বড় মেয়ে শান্তনা স্বপ্নে দেখেন তার মা মারা গেছেন। পরে তিনি ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়া না পেয়ে নিশ্চিত হন যে মা আর নেই। এ সময় পরিবারের মধ্যে শুরু হয় কান্না-আহাজারি।

খবর পেয়ে শিরিনা খাতুনের ভাই নিজাম উদ্দিন (৬০) আকন্দবাড়ীয়া গ্রাম থেকে ছুটে আসেন বোনের লাশ দেখতে। কিন্তু লাশ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে উজিরপুর এলাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত নিজাম উদ্দিন দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মৃত জানবার মণ্ডলের বড় ছেলে ছিলেন।

পরিবারের দুই সদস্যের এমন পরপর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বেলা ১২টার দিকে শিরিনা খাতুনের জানাজা শেষে ডুগডুগি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অপরদিকে, তার ভাই নিজাম উদ্দিনের লাশ আছরের নামাজের পর জানাজা শেষে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের তমালতলা কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

দামুড়হুদার রঘুনাথপুরে মহিলা

দলের কর্মী সমাবেশ

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুরে বিএনপি মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড মহিলা দলের নেত্রী শ্যামলী খাতুন।

প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে তার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেষে রঘুনাথপুর মহিলা দলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভানেত্রী: শ্যামলী খাতুন, সহসভাপতি: মনিকা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক: আরিফা খাতুন, সহ-সম্পাদক: ঝরনা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক: তানিয়া নাজনীন, কোষাধ্যক্ষ: রুমি খাতুন ও প্রচার সম্পাদক: আছিয়া খাতুন।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৪টার সময় সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে ৬নং ওয়ার্ড দেউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রঙ্গনে মহিলা দলের এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দেউলী ৬নং ওয়ার্ড জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেত্রী আছমা খাতুন এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপ’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত আনছার আলী, উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, বিএনপি সব সময় মানুষের অধিকার, মতের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য কাজ করে। আপনাদের এই আন্তরিক উপস্থিতি দেখে আমি সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছি। মহিলা দল বিএনপি’র সবচেয়ে শক্তিশালী অহিংস আন্দোলনের ভিত্তি। আপনারাই ঘরে ঘরে দলের অবস্থান জানান দেন, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা সবচেয়ে আগে অনুভব করেন। সামনে জাতীয় নির্বাচন। এটি সঠিক নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার সময়।

আমাদের প্রিয় নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ধানের শীষের পক্ষে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেবেন। আমরা সবাই তার পাশে থেকে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করব। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি সম্মান রেখে এক হয়ে কাজ করি, তাহলে অবশ্যই গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে শান্তিপূর্ণ, সংগঠিত এবং মানুষকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আরও শক্তভাবে দলকে সহযোগিতা করুন। আমরা জনগণের পাশে আছি এবং থাকব।

সভায় বক্তারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মহিলা দলের অগ্রণী ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। শেষে উপস্থিত নেতা- কর্মীদের অংশগ্রহণে দলের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে কর্মীসভা সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সহসভাপতি আবু বক্কর মাস্টার।

দামুড়হুদায় হাউলী ইউনিয়নে মহিলা দলের কর্মীসভা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ড জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৪টার সময় জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ৩নং ওয়ার্ড মহিলা দলের এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেত্রী ও হাউলী ইউপি সদস্য রওশনারা রাণী’রসভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী। মহিলা দলের কর্মী সভায় প্রধান অতিথি রফিকুল হাসান তনু বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে বিএনপির হয়ে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। আমাদের সবাইকে এখনই সংগঠিত হতে হবে এবং বাবু ভাইয়ের পাশে থেকে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। এই সংগ্রাম শুধু একজন প্রার্থীর নয়, এটি গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকারের লড়াই।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ইউসুফ আলী বলেন, আজকের এই কর্মীসভা আমাদের দলকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার বার্তা দিচ্ছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—এই নির্বাচন হবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। আমরা নেতা-কর্মীরা যদি একসাথে কাজ করি, তাহলে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের জয় নিশ্চিত হবে। নারী কর্মীরাই মাঠে থেকে বিএনপির শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তাই প্রত্যেক মহিলাকর্মীকেই এখন আরও সাহসী ভূমিকা নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল হক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

সভায় বক্তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মহিলা দলের অগ্রণী ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এসময় কর্মীসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি মহিউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক রকিবুল হাসান তোতা। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা দলের সদস্য সালেহা বেগম, মহিলা নেত্রী রাবেয়া বেগম, বিথী সিদ্দিকী সহ ওয়ার্ড বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

শেষে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণে দলের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে কর্মীসভা সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান।

দামুড়হুদায় অটোমেটেড ভূমি সেবা সংক্রান্ত ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও পারকেষ্টপুর-মদনা ইউনিয়নে পৃথকভাবে অটোমেটেড ভূমি সেবা সিস্টেমে তথ্য সন্নিবেশ ও সংশোধন সংক্রান্ত দুই দিনব্যাপী ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং দুপুর ১২টার দিকে ছয়ঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন তিনি।
উদ্বোধন শেষে সরাসরি এসিল্যান্ডের কাছ থেকে হাতে-কলমে পরামর্শ ও সেবা পেয়ে খুশি হন একাধিক জমির মালিকসহ সেবা গ্রহীতারা।
জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের ভোগান্তির কথা উল্লেখ করে সহকারী

কমিশনার (ভূমি) বলেন, ভূমি সংক্রান্ত দুর্নীতি দূরীকরণে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিরোধের মূল কারণই ভূমিকে কেন্দ্র করে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো হ্রাস করা সম্ভব হবে। অটোমেটেড ভূমি সেবা সিস্টেম শতভাগ চালু হলে জমির মালিকরা সহজেই ভূমি সেবা পাবেন।
তিনি আরও বলেন, ভূমি সেবার আধুনিকায়ন, জমির মালিকদের তথ্যের সঠিক সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প ও দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি কার্যালয়, ইউএনডিপি বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পারকেষ্টপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৩ ও ২৪ অক্টোবর এই দুই দিনব্যাপী ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জেসমিন আক্তার, কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, দর্শনা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সাদ আহমেদ, দামুড়হুদা সহকারী ভূমি কার্যালয়ের প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক সোহেল রানা, সার্ভেয়ার সুজন মোল্লা, প্রকল্প সমন্বয়ক জামাল উদ্দিন, ইউএনডিপি প্রতিনিধি, ইউপি সদস্য, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক সেবা গ্রহীতা ও সাংবাদিকবৃন্দ। ক্যাম্পেইনে কর্মকর্তারা জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপজেলার ভূমি মালিকরা বিনামূল্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন, নিজ নামে প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করতে পারবেন।
সেবা গ্রহণের জন্য ভূমি মালিকদের অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র, নিজ ব্যবহৃত সচল মোবাইল নম্বর ও নামজারি পর্চা সঙ্গে আনতে হবে। উপজেলার বাকি ইউনিয়নগুলোতে পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পেইনের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও কর্মকর্তারা জানান।
সেবা গ্রহীতারা জানান, এখানে এসে সরাসরি ভূমি কর্মকর্তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়ে তারা আনন্দিত। অনেক জমির মালিক এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তারা। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভূমি সেবা ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জনসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীর অবৈধ বাঁধ অপসারণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে নির্মিত দুটি অবৈধ বাঁধ অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সুবলপুর ও আমডাঙ্গা এলাকায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে নদীর প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে স্থানীয়ভাবে নির্মিত দুটি বাঁধ ভেঙে দেওয়া হয়। এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনঃস্থাপিত হয় এবং স্থানীয়রা স্বস্তি প্রকাশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই আসাদসহ পুলিশের একটি টিম।

অভিযান প্রসঙ্গে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান বলেন, উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পুলিশের দামুড়হুদা মডেল থানার সদস্যদের সমন্বয়ে আমরা মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান, অবৈধ বাঁধ বা কোমর অপসারণ করেছি। আপনারা জানেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করে আসছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজ মাথাভাঙ্গা নদী থেকে কিছু জাল এবং দুটি অবৈধ বাঁধ বা কোমর অপসারণ করা হয়েছে। নদী দখল ও অবৈধ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান রয়েছে। কেউ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত করতে পারবে না। এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।

স্থানীয়রা জানান, বাঁধ অপসারণের ফলে মাছ ধরা সহজ হবে এবং পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও কমবে।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা এখন খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। প্রতিটি ঋতুরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ ঋতু বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতায় রাতের শেষে এখন জানান দিচ্ছে শীতের আগমন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে।

এই সময়টায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা। গাছ থেকে মিষ্টি রস আহরণের লক্ষ্যে চলছে পরিচর্যা ও ঝুড়ার কাজ।

ইতিমধ্যেই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি বেঁধে গাছ চাঁচাছোলার কাজে নেমেছেন। শীত মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস ও তার তৈরি গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রসের স্বাদ যেন অনন্য তৃপ্তি এনে দেয়। পাড়া- মহল্লায় এখনই চলছে রস দিয়ে পিঠা-পায়েস তৈরির প্রস্তুতি। আর ক’দিন পরই শুরু হবে রস সংগ্রহ, এরপর পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব। চুয়াডাঙ্গার রস ও গুড়ের সুনাম দেশের সর্বত্রই রয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিন রাস্তার পাশে কোমরে মোটা দড়ি, হাতে কাঁচি নিয়ে খেজুর গাছ ঝুড়ার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি জানান, আমার নিজস্ব ৫০টি এবং অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি, মোট ১২০টি গাছ থেকে এবছর রস সংগ্রহ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি গাছের জন্য প্রতিটি

গাছের বিনিময়ে ১ কেজি করে মোট ৭০ কেজি গুড় দিতে হবে।
একই গ্রামের গাছি জিয়ারুল হক বলেন, আমার ৯০টি খেজুর গাছ রয়েছে। গাছিরা এবার মজুরি নিচ্ছে প্রতি গাছে এক হাজার টাকা করে। তাই খরচ বাঁচাতে আমি নিজেই গাছ চাঁচাছোলার কাজ করছি।

হেমন্তের শুরুতেই দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর স্টেশন বাজার, সরোজগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের তৈরি গুড় বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসব হাট থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা ট্রাক ও আলমসাধুর মাধ্যমে গুড় সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্যমতে, জেলার চারটি উপজেলায় মোট ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৬০টি খেজুর গাছ রয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজার ৪৫০টি, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০টি, দামুড়হুদায় ৮৩ হাজার ও জীবননগরে ৩৬ হাজার ৫০০টি খেজুর গাছ রয়েছে।

জেলায় এ বছর ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্জনে কর্মকর্তারা আশাবাদী।
যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মো. মাসুম আব্দুল্লাহ বলেন, গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। শীত মৌসুম এলেই দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায়। খেজুরের রস ও গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে গাছ রক্ষা ও নতুন করে রোপণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে খেজুর গাছ রোপণ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই গাছ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি জাতের চারাও লাগানো যেতে পারে, তবে ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি গাছ সংরক্ষণে জোর দিতে হবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে পুকুরে

বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন; ৬ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর দীঘির পাড়ার আলম নামের এক মৎস্য চাষির ৫ বিঘা জলকরে রাতের আঁধারে কে বা কাহারা শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগে করেছে। এতে পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর দিঘির পাড়ার পুকুরে রাতে কে বা কাহারা বিষ ট্যাবলেট দিয়ে এই মাছ মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছে মৎস্য চাষি আলম।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে দশমী পাড়ার ইউনুচ আলির ছেলে আলম জয়রামপুর দিঘি পাড়ায় ৫ বিঘা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে উক্ত পুকুরে গিয়ে দেখে যে, পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া ফেলেছে। পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে। এতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। এমন খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মরা মাছ দেখতে এলাকার উৎসুক জনতা ভিড় জামাই পুকুর ধারে।

স্থানীয়দের মতে এই ধরণের কাজ যেই করুক না কেন তাকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।যাতে ভবিষ্যতে যেন এমন ক্ষতি কেউ কারো না করতে পারে।

মাছ চাষী আলম বলেন, আমাদের পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া ফেলেছে। আমার পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে এবং আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতে আমি আর্থিক দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। এখন ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করব সেই চিন্তায় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডঃ মশিউর রহমান বলেন ,পুকুরে বিষ প্রয়োগের ফলে যে মাছ মারা যায়। সেই মাছ খেলে স্বাস্থ্য হানি হতে পারে । যেহেতু মাছে বিষ বিদ্যমান থাকে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলেছে এই মর্মে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিভাবে মাছ মারা গেছে এখনই বলা যাচ্ছে না। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) হাউলী ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে লোকনাথপুর সৌদিয়ান রিসোর্টে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এবং প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেকসহ হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সকল ওয়ার্ডের সুপার ফাইভ সদস্য ও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ।

এসময় বক্তারা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট চাওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আখতার সিদ্দিকী।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শাহপাড়ায় জিয়া খাল ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের কারণে টানা বর্ষণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় প্রায় ৩০টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছিল। এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র সরেজমিনে এলাকাটি পরিদর্শন করেন। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার সময় ইউএনও তিথি মিত্র নিজে উপস্থিত থেকে জলবদ্ধতা নিরসন করেন।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, জয়রামপুর শাহপাড়ায় জিয়া খাল ভরাট করে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কারণে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে পুরো এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভেকু মেশিন ব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে খালের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে এনে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, যেখানে যেভাবে খাল ভরাট করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

এ অভিযানের ফলে জয়রামপুর শাহপাড়ার পানিবন্দি পরিবারগুলো স্বস্তি ফিরে পেয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী। পরিদর্শনকালে ও উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী ও স্থানীয় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ ইউপি সদস্য গন এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসী উপজেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানান।